সরকারী কর্মচারী বিশেষ বিধান অধ্যাদেশ, ১৯৭৯

সরকারী কর্মচারী বিশেষ বিধান অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ একটি বিশেষ আইন। এই বিশেষ আইন বিশেষ বিশেষ পিরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এ আইনের প্রয়োগ সংগত নয়। সরকারী কর্মচারীদের অবৈধ সাধারণ ধর্মগটের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অফিস শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অফিস চালু রাখার ব্যবস্থা করার জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়। কোন সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে কাজে অনুপস্থিত থাকলে অন্যদেরকে কাজে যোগদান না করার জন্য প্ররোচিত করলে, কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা সৃস্টি করলে এই অধ্যাদেশ মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই অধ্যদেশে মোট ৭টি ধারা আছে।

ধারা-১: নামকরণ।এই অধ্যাদেশ সরকারী কর্মচারী বিশেষ বিধান অধ্যাদেশ ১৯৭৯ নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২: অন্যান্য আইন ও বিধির উপর এই অধ্যাদেশের কার্যকারীতা। অন্যান্য আইন ও বিধিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও এই অধ্যাদেশ কার্যকারী হবে।

ধারা-৩: এই ধারায় অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যদি কোন সরকারী কর্মচারী (ক) এমন কোন কাজে লিপ্ত হন যার ফলে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, কোন কর্মচারীর দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃস্টি হয় (খ) ছুটি ব্যতীত অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কাজে অনুপস্থিত থাকেন, কাজ থেকে বিরত থাকেন অথবা দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হন। (গ) অন্যকোন কর্মচারীকে কাজে অনুস্থিত থাকতে, কাজ থেকে বিরত থাকতে অথবা দায়িত্ব সম্পাদন না করার জন্য প্ররোচনা দেন। অথবা (ঘ) কোন কর্মচারীর কাজে যোগদানে বা কাজে বাধা প্রদান করেন তাহলে তাকে ৪ ধারায় বর্ণিত যেকোন দন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

ধারা-৪: দন্ড/শাস্তি। কোন কর্মচারী ৩ ধারার বর্ণিত কোন অপরাধে দোষী হলে তাকে ক) চাকরি থেকে বরখাস্ত খ) চাকরি হতে অব্যাহতি গ) পদাবনতি/বেতন হ্রাস। উরোক্ত যেকোন দন্ড প্রদান করা যাবে।

ধারা-৫: এই ধারায় দন্ড প্রদানের পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। (ক) কোন কর্মচারী ৩ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ করলে নিয়োগকারী/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগনামা প্রণয়ন করে সর্বনিম্ন দুই দিন সর্বোচ্চ ৫দিন জবাব দাখিলের সময় দিয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করবেন। ব্যক্তিগত শুনানীতে আগ্রহী কিনা তাও জানাতে বলবেন। কারণ দর্শানো নোটিশের সঙ্গে অভিযোগনামাও প্রেরণ করতে হবে।

(খ) অভিযুক্ত কর্মচারী কারণ দর্শালে তা বিবেচনা করতে হবে। ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হলে শুনানী দিতে হবে। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব না দিলে পূনরায় নোটিশ জারীর ৩দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত দন্ড কেন প্রদান করা হবেনা তার কারণ দর্শাতে বলতে হবে।

(গ) কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পাওয়া গেলে তা বিবেচনা এবং কোন জবাব না পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত দন্ড প্রদান করতে পারেন।

(ঘ) অভিযুক্ত কর্মচারীর নিকট নোটিশ জারি অথবা তার বাসস্থানের নিকট লটকিয়ে জারী অথবা ২টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নোটিশ প্রকাশ করলে নোটিশ বৈধভাবে জারী হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

ধারা-৬: আপিল। দন্ডাদেশ আরোপের ৭দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নিকটি আপিল করতে পারেন। আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদন বিবেচনা করে যথাযথ আদেশ দিবেন

আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-৭: এই অধ্যাদেশের আওতায় গৃহীত কোন কার্যক্রম বা আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন মামলা করা যাবেনা।

OK

গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২

খন্দকার শাকের আহমেদ
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (উপ-সচিব)

সরকারী কর্মচারীদের কঠোরভাবে সময়নিষ্ঠ করানো এবং যারা সময়মত অফিসে হাজির হননা তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ জারী করা হয়। ইহা একটি বিশেষ আইন। কোন কর্মচারী বিলম্বে অফিসে হাজির হলে অথবা অফিসের সময় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অফিস ত্যাগ করলে তার উক্ত আচরণের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই আইন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই আইনের মৌল উদ্দেশ্য সরকারী কর্মচারীদের সময় নিষ্ঠার ব্যত্যয় ঘটলে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই অধ্যাদেশে মোট ১০টি ধারা আছে।

ধারা-১: নামকরণ। এই অধ্যাদেশ সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২: কর্তৃপক্ষ বলতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে।

ধারা-৩: অন্যান্য আইন ও বিধিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও এ অধ্যাদেশ কার্যকরী হবে।

ধারা-৪: কোন সরকারী কর্মচারী অননুমোদিত ভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত ভাবে অনুপস্থিত প্রতিদিনের জন্য একদিনের মূল বেতন কর্তনের আদেশ দিতে পারেন।

ধারা-৫: অফিসের সময় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অফিস ত্যাগ করলে কর্তৃপক্ষ প্রতিক্ষেত্রে একদিনের মূল বেতন কর্তন করতে পারেন।

ধারা-৬: অফিসে দেরীতে হাজির হলে প্রত্যেক দুই দিন দেরীর জন্য একদিনের মূল বেতন কর্তন করা যাবে।

ধারা-৭:যদি কোন কর্মচারী ত্রিশ দিনের মধ্যে উল্লেখিত ৪,৫,৬ ধারার অপরাধ একাধিকবার করে তাহলে কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত ধারায় বর্ণিত বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত আরও ৭দিনের মূল বেতন কর্তন করতে পারেন।

ধারা-৮: ৪,৫,৬ ও ৭ ধারা মোতাবেক বেতন কর্তনের আদেশ দানের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নিকট আদেশ পুন:বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারেন। কর্তৃপক্ষ পুন:বিবেচনার আবেদন শুনানী দিয়ে প্রয়োজন হলে আদেশ সংশোধন/বাতিল বা বহাল রাখতে পারেন।

ধারা-৯: এই বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্মকমিশনের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নাই।

ধারা-১০: এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন কার্যক্রম বা আদেশের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা যাবেনা।